দৈনিক জনকণ্ঠ 39

তারিখ 20 JAN 1996
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

শিক্ষাক্ষেত্র ॥ নেই সুষ্ঠু পরিকল্পনা

১

দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ যেহেতু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সেহেতু সমগ্র দেশের মেধাবী ছাত্রছাত্রী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির প্রত্যাশা করে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এখনও সঠিক ভর্তি প্রক্রিয়া প্রকাশ না করায় ছাত্রছাত্রীরা হতাশায় ভুগছে। ইতোপূর্বে কোন কোন পত্রিকা ভর্তির কিছু নিয়ম প্রকাশ করেছে। যেমন এইচএসসিতে বাংলা ও ইংরেজীতে ৪৫% না পেলে তাকে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের সুযোগ দেয়া হবে না। কিন্তু অনেক স্টারপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রী আছে যারা এইচএসসিতে বাংলা ও ইংরেজীতে ৪৫%-এর কম নম্বর পেয়েছে। তাই ভর্তি কমিটির কাছে আবেদন, এইচএসসিতে বাংলা ও ইংরেজীর শতকরা নম্বর নির্ধারণ না করে এসএসসি ও এইচএসসি মোট নম্বরের ভিত্তিতে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের সুযোগ প্রধান করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মোঃ জসিম উদ্দিন
বিএ শেষ বর্ষ
ভাওয়াল বদরে আলম সরকারী কলেজ
গাজীপুর।

২

আমরা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ (বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়) থেকে ১৯৯৪ সালে ডিগ্রী পাস করি। আমাদের দাবি ছিল জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ (বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়) থেকে ডিগ্রী পাসকৃত ছাত্রছাত্রীদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুযায়ী ৫ পয়েন্ট ও ৪০% মার্কের ভিত্তিতে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে ভর্তি করতে হবে। এ ব্যাপারে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ভাইস প্রিন্সিপালের কাছে একটি স্মারকলিপি পেশ করি। তিনি আমাদের আশ্বাস দিয়েছিলেন, বিষয়টি পরে বিবেচনা করা হবে। কিন্তু পরবর্তীতে বিবেচনা করা হয়নি ফলে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ থেকে ডিগ্রী পাসকৃত বহু ছাত্রছাত্রী মাস্টার্স প্রথম পর্বে ভর্তি হতে পারেনি।

গত ৬-১-৯৬ তারিখে প্রকাশিত একটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকা মারফত জানতে পারলাম, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্স প্রথম পর্বে ৬ হাজার ৭'শ ১৩টি আসনের মধ্যে ৫ হাজার ৯'শ ১২ জন ভর্তি হয়েছে। এদের মধ্যে অনেকেরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে উক্ত কলেজের আসন আরও খালি হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

এমনিতেই আমাদের দেশে উচ্চ শিক্ষার হার অনেক কম এবং উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করার সুযোগও কম। কাজেই এ ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করা উচিত। প্রথমেই যদি আমাদের ন্যায়সঙ্গত দাবি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মেনে নিত তাহলে আজকে ৮০১টি আসন শূন্য থাকত না।

কাজেই জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শূন্য আসনগুলো পূরণ করার ব্যাপারে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে বিশেষ অনুরোধ জানাচ্ছি।

স্বপন, সুমন, তুহিন
ঢাকা।

৩

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশনজট মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। বিশেষত কৃষি অনুষদে এই সমস্যা অত্যন্ত প্রকট। এ সম্পর্কে আগেও অনেক প্রতিবেদন বিভিন্ন পত্রিকায় ছাপা হয়েছে কিন্তু অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য অনুষদ এই সমস্যা কিছুটা কাটিয়ে উঠলেও কৃষি অনুষদ এ ব্যাপারে সবার পিছনে পড়ে আছে। অথচ বুয়েটে—এ সকল বর্ষের এবং বিভাগের পরীক্ষা এক সাথে হয়। এছাড়াও আমাদের রয়েছে কৃষি কলেজের সাথে তাল মিলিয়ে চলার সমস্যা। এর ফলে সামগ্রিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি আমরা কৃষি অনুষদের (বিশ্ব ও কলেজ উভয়ই) ছাত্রছাত্রীরা। এ ছাড়াও রয়েছে পরীক্ষা পদ্ধতির জটিলতা, ফলাফল প্রকাশের জটিলতা তার উপরে রাজনৈতিক অস্থিরতা। হানাহানি তো লেগেই আছে। যদিও একাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রবর্তন করা হয়েছিল। কিন্তু এখনও তা বাস্তবে রূপলাভ করেনি অথচ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ক্যালেন্ডারের সুফল ইতোমধ্যেই পেয়ে গেছে। সেমিস্টার পদ্ধতি চালুর কথা শোনা গেলেও অনার্স পর্যায়ে এখনও তা চালু হয়নি। প্রচলিত পিরিওডিক্যাল পরীক্ষা শেষ করতে ২/৩ মাস সময় লেগে যায়। তার ওপর পরীক্ষা পিছানো তো রীতিমতো একটি নিয়মে পরিণত হয়ে গেছে। কাজেই এ মুহূর্তে ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারী—উর্ধতন প্রশাসনিক কর্মকর্তাসহ সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন। এছাড়া বুয়েটের দৃষ্টান্তও অনুসরণ করা যেতে পারে। অনির্ধারিত ছুটিগুলোতে যেসব ক্লাস মিস হচ্ছে অন্যান্য ছুটিতে ক্লাস নিয়ে পুষিয়ে নেয়া যায়। এ সব বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া উচিত। আশা করি এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ যথাযথ দৃষ্টি দেবে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
জনৈক ছাত্র
বাকৃবি, ময়মনসিংহ।

৪

আমরা ১৯৯৪ সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বিএ পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে আবার পরীক্ষার জন্য পুরনো সিলেবাস অনুযায়ী জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুসারে নলছিটি ডিগ্রী কলেজ থেকে ১৯৯৬ সালের ১১ এপ্রিলে বিএ পরীক্ষার জন্য ফরম পূরণ করি। কিন্তু জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পুনরায় ঘোষণা অনুযায়ী আমাদেরকে আবার ফরম পূরণ করতে হবে জানতে পেরে নলছিটি ডিগ্রী কলেজে যোগাযোগ করি।

কলেজ কর্তৃপক্ষ জানায়, আমাদের পুনরায় ফরম পূরণের জন্য ৫০০/- টাকা দিতে হবে। এখন আমাদের প্রশ্ন, আমরা একবার ফরম পূরণ করার পর আবার ফরম পূরণের জন্য কেন ৫০০/- টাকা দেব? এ নিয়ম কি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নাকি কলেজ কর্তৃপক্ষের? আমরা অনেকেই দরিদ্র পিতার সন্তান। কাজেই আমাদের পক্ষে পুনরায় ৫০০/- টাকা প্রদান পূর্বক বিএ পরীক্ষার ফরম পূরণ করা সম্ভব নয়।

অতএব জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে বিনীত অনুরোধ, আমরা যাতে দ্বিতীয় বার ধার্যকৃত ফি ছাড়াই ফরম পূরণ করতে পারি তার কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

মোঃ মহসীন কবির বাচ্চু
নলছিটি ডিগ্রী কলেজ
নলছিটি, ঝালকাঠী।

৫

আমি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের ১৯৯৩-৯৪ বর্ষের একজন ছাত্র। '৯৩-৯৪ বর্ষের ছাত্র হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী '৯৬ সালে আমি বা আমাদের ব্যাচের অনার্স কোর্স শেষ হওয়ার কথা। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমি '৯৬ সালেও ১ম বর্ষে অধ্যয়ন করছি। কিন্তু আমি দুঃখ করছি না কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন ভর্তি হয়েছি তখন একদিন না একদিন পাস করে বের হবোই। তবে কথা হচ্ছে, আমাকে যদি কেউ প্রশ্ন করে কোন ইয়ারে পড় তখন বলি পুরনো ১ম বর্ষ (Old first year)। '৯৪-৯৫ বর্ষের ভর্তিকৃত ছাত্রছাত্রী যারা এখনও ঠিকমতো ক্লাস শুরু করতে পারেনি তারা বলে নতুন ১ম বর্ষ (New first Year)।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুযায়ী '৯৫-৯৬ বর্ষে ভর্তির পরিকল্পনা চলছে। তাহলে '৯৫-৯৬ বর্ষের ছাত্রছাত্রীরা কি বলে নিজেদের পরিচয় দেবে? নিশ্চয় নতুন ১ম বর্ষ (New Ist Year). আর যদি তাই হয় তবে '৯৪-৯৫ বর্ষের ছাত্ররা নিশ্চয় বলতে বাধ্য হবে মেজ ১ম বর্ষ (Middle first year)-যা হবে জাতির জন্য হাস্যকর ব্যাপার। তাই কর্তৃপক্ষের কাছে আমার প্রশ্ন, জাতিকে কি এই হাস্যকর ব্যাপার থেকে রক্ষা করা যায় না?

আ হ ম ইকবাল মনোয়ার
নিরিবিলি ছাত্রাবাস
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

৬

আমরা ১৯৯৬ সালের এইচএসসি পরীক্ষার্থী। কিছুদিন আগে পত্রিকার মাধ্যমে জানতে পারলাম যে, ১৯৯৬ সাল থেকে এইচএসসি পরীক্ষার সকল বোর্ডের প্রশ্ন এক হবে। তাই আমরা লাখ লাখ পরীক্ষার্থী দুশ্চিন্তায় পড়েছি। কারণ সকল বোর্ডের প্রশ্ন এক হলে নিজ বোর্ড ছাড়াও অন্যান্য বোর্ডের বিগত কয়েক বছরের প্রশ্নের আলোকে লেখাপড়া করতে হবে। যা এই সীমিত সময়ের মধ্যে সম্ভব নয়। তাছাড়া সামনেই নির্বাচনী পরীক্ষা।

এত বড় সিলেবাস শেষ করতে আমাদের অনেক সময়ের প্রয়োজন। তাই সকল বোর্ডের প্রশ্ন এক হওয়া আদৌ যুক্তিসঙ্গত হবে বলে আমাদের মনে হয় না। এটা ছাত্রছাত্রীদের উপর বাড়তি বোঝা চাপিয়ে দেয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই এ ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী ও বোর্ডের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি, প্রশ্ন পদ্ধতির পূর্বের নিয়ম ঠিক রেখে ছাত্রছাত্রীদের চিন্তা মুক্ত করুন এবং জীবন গড়ার পথ সুগম করতে সহায়তা করুন।

মোঃ রাসেল মাহমুদ
সরকারী আজিজুল হক বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ,
বগুড়া-৫৮০০

৭

সত্তর দশকের প্রারম্ভে বাংলাদেশ যখন স্বাধীনতা অর্জন করে তখন রাজধানী ঢাকার লোকসংখ্যা ছিল প্রায় তেরো লাখ। বর্তমানে এ মহানগরের লোকসংখ্যা প্রায় নব্বই লাখ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতিও অব্যাহত রয়েছে। মহানগরের আয়তন ও লোকসংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে সে হারে সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে না। ঢাকা শহরে হাতে গোনা কয়েকটি ভাল সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় এবং বেসরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে অভিভাবকরা তাঁদের সন্তানদের ভর্তি করাতে আগ্রহী হন। কিন্তু শিক্ষার্থীদের তুলনায় এ সকল স্কুলে আসন সংখ্যা অত্যন্ত কম। ফলে বাধ্য হয়ে তাঁদের সাধারণ কোন স্কুলে সন্তানদের ভর্তি করাতে হচ্ছে। কিন্তু তারপরও স্কুলের অভাবে অনেক শিক্ষার্থী ভর্তি হতে পারে না। এ অবস্থায় শিক্ষার ব্যাপক প্রসার এবং মান উন্নয়নের জন্য মহানগরের বেসরকারী উচ্চ বিদ্যালয়সমূহের ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশ উন্নয়ন এবং নতুন সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা একান্ত প্রয়োজন। আশির দশকের শেষে তৎকালীন সরকার ঘোষণা করেছিল ক্রমবর্ধমান শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য রাজধানীতে প্রতি থানা এলাকায় একটি করে নতুন সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। নব্বই দশকের মাঝে এসে দেখছি শিক্ষা খাতে ব্যয় বহুগুণ বৃদ্ধি পেলেও বিগত অর্ধদশকে এ মহানগরে কোন নতুন সরকারী উচ্চবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয়নি।

এ অবস্থায় অবিলম্বে ঢাকা মহানগরের প্রতি থানায় অন্তত একটি করে সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং বেসরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা ও শিক্ষার পরিবেশ উন্নয়নের জন্য সাহায্য-সহযোগিতা করতে সরকারের কাছে বিশেষ অনুরোধ জানাচ্ছি।

মোঃ আশরাফ হোসেন
মধ্য বাসাবো, ঢাকা।